এই স্টাডির বিনিয়োগ কোনো কাজে আসবে না ইমেরিটাস অধ্যাপক মনজুর আহমেদ

প্রাথমিকের শিশুদের টাকায় বৃদ্ধদের আইকিউ টেস্ট

আসিফ হাসান কাজল

প্রকাশিত: ২২:৪৭, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫; আপডেট: ১১:০৪, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আইকিউ টেস্টের (বুদ্ধিমত্তা) জন্য একটি স্টাডির (গবেষণা) উদ্যোগ

দেশের সরকারি প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের বড় অংশ এখনো লিখতে ও পড়তে পারে না। যোগ বিয়োগ ও গাণিতিক বিষয়েও তাদের দক্ষতা সীমিত। এমন অবস্থায় ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে আইকিউ টেস্টের (বুদ্ধিমত্তা) জন্য একটি স্টাডির (গবেষণা) উদ্যোগ নিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। তিন বছর মেয়াদি এই গবেষণা কি কাজে আসবে তা নিয়ে খোদ প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা সন্দিহান। আশ্চর্যের বিষয় হলো- প্রাথমিক শিক্ষায় ৬-১২ বছর বয়সী শিক্ষার্থীরা অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই স্টাডিতে ৬-৮৫ বছর বয়সীদেরও আইকিউ টেস্ট করা হবে।

ফলে খুদে শিক্ষার্থীদের অর্থে বয়স্কদের আইকিউ টেস্ট গ্রহণ পুরো প্রক্রিয়াটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। শিক্ষাবিদরা বলছেন, দক্ষিণ এশিয়া তো বটেই উন্নত বিশে^ও ছোট শিশুদের আইকিউ টেস্ট করা হয় না। কারণ এখনো একটি বিতর্কিত পদ্ধতি। এ ছাড়া দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষা নীতির সঙ্গেও সম্পর্কিত নয়। এই উদ্যোগকে অর্থ অপচয় হিসেবে আখ্যা দিচ্ছেন তারা।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কাজ ৬-১২ বছর বয়সীদের নিয়ে কাজ করা। শিক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থে ৮৫ বছর বয়সীদের আইকিউ টেস্ট গবেষণা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য

নয়। এই গবেষণা শিক্ষার্থীদের কি কাজে লাগবে তার কোনো স্পষ্ট তথ্য নেই। বিষয়টি জানতে প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মো. মাসুদ রানাকে একাধিকবার ফোন ও বার্তা পাঠিয়েও উত্তর জানা যায়নি। তবে প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ কর্তব্যক্তির আগ্রহেই এই গবেষণা করা হচ্ছে।

সূত্র বলছে, এই স্টাডির জন্য টেকনিক্যাল কমিটিতে ৯৩ জন সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমন্বয়ের জন্য অপ্রয়োজনীয় ও অবাস্তব। এত বড় কমিটির জন্য কোনো কার্যপরিধি (টর) নির্ধারিত হয়নি। রিপোর্টে উপজেলা ও অংশগ্রহণকারী নির্বাচনের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলক নমুনা ও সর্বাধিক ভিন্ন নমুনায়নের বিষয়টি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। আইকিউ টেস্টের জন্য অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা, প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিকে কোনো গাণিতিক পদ্ধতিগত ব্যখাও নেই।

ফলে প্রত্যাশিত ফল প্রাপ্তি এই স্টাডি থেকে সম্ভব নয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কিভাবে এই স্টাডি থেকে উপকৃত হবে সেটিরও সঠিক জবাব নেই। মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, প্রতিবেদনে লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিতা বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কোনো দিক নির্দেশনা নেই। এ ছাড়া ৮৫ বছর পর্যন্ত বয়সী মানুষের আই কিউ টেস্ট প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর কার্যপরিধিভুক্ত নয়। আইকিউ টেস্ট কার্যক্রম পরিচালনা খাতে ছয় কোটি টাকা ব্যয় করা রাষ্ট্রের অর্থের অপচয় বলেও মনে করা হচ্ছে।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রচলিত আইকিউ টেস্ট অনেক সময় নির্ভরযোগ্য হয় না। এই বয়সে শিশুদের বুদ্ধিমত্তা বিকাশ মানসিক, সামাজিক ও পরিবেশগত নানা বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, যা কেবল একটি টেস্ট দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। সীমিত সংখ্যক শিশুদের ওপর গবেষণা করলে তা জাতীয় পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্ব করবে না। আবার দেশের সব স্কুলে একই ধরণের পরীক্ষা চালানো প্রায় অসম্ভব এবং অযৌক্তিক ব্যয় সাপেক্ষ।

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে গঠিত পরামর্শক কমিটির আহ্বায়ক এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক মনজুর আহমেদ

জনকণ্ঠকে বলেন, দেশের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় আইকিউ টেস্ট প্রকল্প এখনো প্রাসঙ্গিক নয়। সেখানে প্রাথমিকের টাকায় বৃদ্ধদের আইকিউ টেস্ট কি কাজে লাগবে? ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের কাজ এটা কি না আমি জানি না। মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তর যে বিনিয়োগটি এখানে করবে সেটি আদতে কোনো কাজে আসবে না। এই শিক্ষাবিদ বলেন, আইকিউ টেস্ট নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। এর সঙ্গে সামাজিক ভৌগোলিক বিষয় জড়িত। এর মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন কখনোই সম্ভব নয়। ফলে এই প্রকল্পের সার্থকতা তেমন নেই বলেই তিনি মনে করেন।

জানা যায়, চলতি বছরের শুরুতেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আই কিউ লেভেল পরীক্ষার জন্য দেশীয় উপযোগী নীরিক্ষা চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ জন্য আট সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এই কমিটিতে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে (বিদ্যালয়) সভাপতি ও উপসচিব (বিদ্যালয়-২) কে সদস্য সচিব করা হয়। এ ছাড়া সদস্য হিসেবে আছেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পিইডিপি-৪), স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের একজন প্রতিনিধি, সমাজ কল্যাণ বিভাগের একজন প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য অধিপ্তরের একজন, সমাজসেবা অধিদপ্তর ও নেপের একজন প্রতিনিধি।